কালীগঞ্জের ঔষধ ব্যবসায়ী আব্দুল মজিদ হত্যা; ৮ বছর পর আদালতে মামলা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পতিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন ও খুন-গুমের শিকার হওয়া মানুষের আর্তনাদ এখনও শোনা যায়। ন্যায় বিচারের আশায় অনেকেই এখনও বুক বেধে আছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দ্বন্ধেও অনেকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এমনই একটি হত্যা কান্ডের জন্য গত ১৭ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ আদালতে ভুক্তভোগীর পিতা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালে ৫ মার্চ একটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ ৮ বছর পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর মামলাটি দায়ের করেন নিহত আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুল আলিম। মামলায় উল্লেখ করা হয় আব্দুল মাজিদের হত্যার আসামীরা স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের দোসর হওয়ায় ঘটানার পর মামলা দায়ের সম্ভব হয়নি। এমনকি হত্যার শিকার আব্দুল মজিদের লাশের ময়নাতদন্ত না করেই দ্রুত দাফন করা হয় বলে আদালতে অভিযোগ করেন মামলার বাদী আব্দুল আলীম।

দেরিতে মামলা করার বিষয়ে জানতে চাইলে আব্দুল আলিম বলেন, ‘মামলা করার জন্য একটি আবেদনপত্র নিয়ে সে সময়ে কালীগঞ্জ থানা পুলিশের নিকট গেলে তারা মামালা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আসামীরা তৎকালীন ঝিনাইদহ ৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের নির্দেশে থানা পুলিশকে মামলা নিতে বাধা দেয়। মামলা করতে থানার ভিতরে থাকা অবস্থায় সাদা পোশাকের পুলিশ পরিচয়ে তাদেরকে বের করে দেয় এবং জামার কলার ধরে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। তৎকালীন এমপি আনার বাদীকে বলেন ‘কালীগঞ্জে থাকতে হলে এ হত্যাকান্ডের বিষয়ে চুপ থাকতে হবে, কোনো মামালা করা যাবে না’।

হত্যাকান্ডের দীর্ঘ ৮ বছর পর নিহতের ছোট ভাই আব্দুল আলীম গত ১৭ সেপ্টেম্বর আদালতে রাড়ীপাড়া বর্তমান বলিদাপাড়া গ্রামের সাজ্জাদ আলী, তার ছেলে সুমন এবং গুটিয়ানী গ্রামের আনোয়ার লস্কারের ছেলে মিজানুর রহমানসহ অজ্ঞাত ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার বিবরণে আরো উল্লেখ করা হয়, আসামীদের সাথে জমি সংক্রান্ত দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলে আসছিল। ঔষধ ব্যবসায়ী নিহত আব্দুল মাজিদ আসামী সাজ্জাদ আলীর কাছে পাওনা সম্পত্তি দাবি করলে নানা রকম ভয় ভীতি ও হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল।

এ বিষয়ে আব্দুল আলিম জানান সে সময়ে কালিগঞ্জের এমপি আনারের নির্দেশে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। তার ভয়ে আমরা এতদিন মামলা পর্যন্ত করতে পারিনি। তিনি ন্যায় বিচারের দাবী জানিয়ে বলেন, আমার ভাইকে কালিগঞ্জ শহরের তার নিজ বাসায় পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়।

ঝিনাইদহের গনঅধিকার পরিষদের জনসভায় ভিপি নূর

গনঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে রাজনীতির যে জমিদারী প্রথা চলে আসছে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী আর এমপির ছেলে এমপি হবে এটা চলতে দেওয়া হবে না। এজন্য আমরা পরিবর্তনের রাজনীতি নিয়ে মাঠে নেমেছি। আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে হবে, তারপর দেশের। আগষ্ট বিপ্লবের এই নতুন স্বাধীনতা আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। আমরা আর কোন দেশের দাসত্ব করতে চাই না। বাংলাদেশ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

তিনি বলেন, গত ৫ দশকে যারাই ক্ষমতায় গেছেন তারাই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, মালেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাচার করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার থেকে শুরু করে প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন সকলেই দূর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। গনঅধিকার পরিষদ দুর্নীতির মুল উৎপাটন করে সমৃদ্ধশীল দেশ ও জাতি গঠনে মাঠে নেমেছে। নুরুল হক নুরু আজ শনিবার বিকালে ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল মাঠে এক বিরাট গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

গত আগষ্ট বিপ্লবে গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি বিনম্র

শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ঝিনাইদহ গণাধিকার পরিষদ এই গণসমাবেশের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও গনঅধিকার পরিষদের জেলা সভপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন।

অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম সাধরন সম্পাদক হাসান আল মামুন, শাকিলউজ্জামান, এ্যাড নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, মাজেদুল হক, গোলাম সরোয়ার, জাহিদুর রহমান, তৌফিক শাহরিয়ার খান, রবিউল ইমলাম, খুলনার সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, রাজশাহীর সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, তোফাজ্জেল হোসেন, বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড খালিদ হাসান, মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোক্তারুজ্জাম বেলু, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক বরকত আলী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা গনঅধিকার পরিষদের সাধরণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন। নুরুল হক নুরু আরো বলেন, থানার ওসি, ইউএনও, এসপি, ডিসি, সকলেই সাধরণ ছাত্র জনতার রক্তের উপর পা দিয়ে নুতন করে পদায়ন হয়েছে। কাজেই এই কথাটি খেয়াল রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করলে কাউকে ছাড়া হবে না।

তিনি বলেন, শেষ সময়ে এসে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনা মানসিক বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে কারনেই তিনি বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্ট ড. ইউনুসকে জেলে পাঠাতে চাইছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে খুনি শেখ হাসিনা বলেতেন তিনি নাকি দেশের মানুষকে খাবার দিতেন, ঘরে ঘরে টেলিভিশন দিয়েছেন, হাতে হাতে মোবাইল ফোন দিয়েছেন। এসব কথা বলে তিনি মানসিক রোগীর মত কর্মকান্ড করেছেন। অথচ পালানোর সময় জুতা পর্যন্ত পায়ে দিতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরিবর্তন ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান ও গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন বলেন, আগামী নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় গেলে জেলার চিকিৎসা খাতে উন্নয়ন এবং বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরী দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। প্রতিটা বাড়ি থেকে একজন করে চাকরি পাবেন। দেশে কেউ বেকার থাকবে না।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে আগামী সংসদ নির্বাচন করলে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁনকে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান জানান ভিুপ নুর।

ঝিনাইদহে ইমাম-খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম ও খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ইমাম পরিষদের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন লেখক, অনুবাদক ও গবেষক ড. মাও. শহিদুল ইসলাম ফারুকী। আলোচক ছিলেন, ঝিনাইদহ জামিয়াতুস সুন্নাহ’র উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুশাহিদ আলী চমকপুরী, জেলার ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা, ইসলামের নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইমামরা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন। সেই সাথে সমাজে সহিংসতা, চরমপন্থা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষকে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বর্তমান সময়ে সামাজিক সমস্যা যেমন মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু নির্যাতন, এবং সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, জুমার খুতবা ও

অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ আক্টোবর) সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্ব)’র সহোযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির ১৩ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, জেলা সমবায় অফিসার মোঃ জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বিটিএ) জেলা শাখার সভাপতি মহিউদ্দীন, আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জি এম রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার শামিমা নাছরিন ও সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কৃপা সিন্ধু বিশ্বাস প্রমূখ।

সভায় সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সদস্যদের মাঝে তুলে ধরে এর লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সমিতির সদস্যবৃদ্ধি,ঋণ ও সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি করে শিক্ষকদের জীবন মানোন্নয়ন নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ র্যাবের হাতে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

বিশেষ অভিযান চালিয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার এক পলাতক আসামীতে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর অধিনায়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ১ জন পলাতক আসামী উপজেলার খালিশপুর এলাকায় অবস্থান করছে।

উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি ঘটনার সত্যতা যাচাই করে খালিশপুর বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নজরুল ইসলাম নজু (৩৯) নামে এজাহারভুক্ত পলাতক আসামী কে গ্রেফতার করে। নজরুল ইসলাম একই উপজেলার ভালাইপুর খা পাড়া গ্রামের অমিদুল মন্ডল ছেলে।

উল্লেখ, গত ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মহেশপুর থানাধীন ১নং এসবিকে ইউনিয়নের ভালাইপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম এর বাড়িতে অজ্ঞাতনামা চোরেরা গরু চুরির উদ্দেশ্যে গিয়ে তৌহিদুল ইসলামকে আহত করে পালিয়ে যায়। এছাড়া একই রাতে তার প্রতিবেশী সুমন খান এর বাড়ি হতে দুইটি গরু চুরি হয়। উক্ত চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসামীরা বাদীর স্বামী, ভিকটিম রাশেদ শেখ (৩৮), পিতা-মিঠু শেখ ও ভিকটিমের চাচা মোঃ বজলুর রহমান এবং ভিকটিমের ছোট ভাই মোঃ রাজদুল ইসলাম শেখ দেরকে চোর সাব্যস্ত করে খুজতে থাকে।

উক্ত তারিখ সকালে ভিকটিম বাড়ি হতে মটর সাইকেল যোগে খালিশপুর বাজারে যাওয়ার সময় মহেশপুর থানাধীন এসবিকে ইউনিয়নে ভালাইপুর গ্রামের রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ইটের সলিং

রাস্তার উপর পৌঁছা মাত্রই আসামীগন একত্রিত হয়ে ভিকটিমের গাড়ি থামিয়ে মারার চেষ্টা করলে ভিকটিম ভয়ে দৌড়ে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গেলে আসামীরা সেখানে গিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। ভিকটিমের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করে এবং বাড়ি থেকে ভিকটিমের চাচা ও ছোট ভাইকে মারতে মারতে ভালাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। আসামিগন ভিকটিম ও ভিকটিমের চাচা এবং ছোট ভাইকে কাঠের বাটাম দিয়ে গুরুতর জখম করে।

পরবর্তীতে রাশেদ শেখ ও তার চাচা এবং ছোট ভাইকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাশেদ শেখকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় মোছাঃ চুমকি বেগম বাদী হয়ে মহেশপুর থানায় ২১ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২০/২৫জন আসামীর বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এরপর ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদেরকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ফলবোঝাই পিকাপের চাকায় পিষ্ট হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

ঝিনাইদহে ফলবোঝাই পিকাপের চাকায় পিষ্ট হয়ে অঞ্জনা আক্তার (৩৩) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ঝিনাইদহের তাসলিম ক্লিনিকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। অঞ্জনা আক্তার যশোর চুড়ামনকাটির বাসিন্দা। তবে তিনি ঝিনাইদহের হামদহ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রিক্সায় করে শহরের চাকলাপাড়া যাওয়ার সময় ঝিনাইদহের তাসলিম ক্লিনিকের সামনে রিক্সা সাইড দেওয়ার সময় সে

রিক্সা থেকে পড়ে যায় এমন সময় একটি ফলবোঝাই পিকাপ অঞ্জনা আক্তারকে চাপা দেয়। এ সময় পিকাপের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত অঞ্জনা আক্তারের মা বলেন, আমার মেয়ের ২টি ছেলে সন্তান আছে, কয়েক মাস আগে আমার মেয়ের ডিভোর্স হয়েছে এখন মা ও মারা গেল ছেলে দুটি এতিম হয়ে গেল!। পরে ঝিনাইদহে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লোকজন এসে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঝিনাইদহে থানা-পুলিশ পিকাপ এবং চালকে আটক করেছে। নিহত অঞ্জনা আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে,পরিবারের লোকজন বাদী হলে নিয়মিত মামলা করা হবে।

আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা- জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান

শিক্ষিত হয়ে কোন যুবককে আত্মহত্যা করতে হবেনা প্রতিটি মানুষের জন্য কর্মস্থান সৃষ্টি করা হবে। আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা প্রতিটি যুবকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করা হবে। ঝিনাইদহের জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সভায় এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন বিগত জালিম সরকারের সময় যারা সিন্ডিকেট করেছিলো তারা এখনও এসব করছে এ সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়নি। তাই এ সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। আর তারা জাতির ঘাড়ে এখনও বসে আছে। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে দেশের মানুষ আরও নির্যাতিত হবে। তাই সিন্ডিকেট ভেঙে বৈষম্যহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) বিকালে ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাই স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন, ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি বিগত সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে

ধরে বলেন, সকলকে দেশে ফিরিয়ে এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী দিনে জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে নারীদের সবোর্চ্চ সম্মানের সাথে সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে বলেও আশ্বাস দেন।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে নারী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো নাগরিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। যেখানে সবাই মিলেমিশে সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিংসামুক্ত সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, যারা একদিন গর্বকরে বলতেন এ দেশে জালিম কাউকে থাকতে দেওয়া হবেনা। দেশ থেকে জালিমদের বিতাড়িত করতে হবে। অথচ আজ তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বিদেশে বন্ধু থাকবে কিন্তু কোনো প্রভুত্ববাদ মেনে নেওয়া হবে না। কেউ যদি প্রভুত্ব করতে আসে তাহলে জাতি তাদের উচিত জবাব দেবে।

জামায়াতের আমীর আরও বলেন, এমন একটি সমাজ গড়া হবে যেখানে আদালত প্রাঙ্গণে কোনো বিচারপ্রার্থীকে হয়রানির শিকার হতে হবে না। বিচারক দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের আইন ও বিবেক দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবে।
জামায়াতের এ শীর্ষ নেতা বলেন, বিগত সাড়ে ১৫ বছরে দেশের মানুষ স্বৈরাচার সরকার দ্বারা নির্যাতিত। তবে দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে নির্যাতিত ও মজলুমের দল। এই দলের নেতাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিচারের নামে জুলুম করে গুম, খুন করা হয়েছে। বিগত সরকার জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে নানা পাঁয়তারা করেছে।

তিনি আরও বলেন, তারা গণআন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রতীক কেড়ে নেয়। তবে জামায়াতে ইসলামী প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তবে দেশপ্রেমী এবং আলেম-ওলামাদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করতে হবে।

অন্তরর্বতীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ডাঃ শফিকুর রহমান বলেন, স্বৈরাচার সরকারের কোনো দোসর যেন রাষ্ট্রের কোনো স্তরে না থাকে। তারা থাকলে এই দেশ ও সরকারকে ব্যর্থ করে দিবে। জনগণের বিপ্লবকে ব্যর্থ করে ছাত্র-জনতার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটাবে।

কর্মী সম্মেলনে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির আলী আজম মোঃ

আবু বকর এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রচার ও মিডিয়া বিভাগ মোঃ আবদুল হাই ’র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মোবারক হুসাইন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওঃ আজিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় ইউনট সদস্য ড. মাও: মোজামম্মেল হক, জেলা সহকারী সেক্রেটারী মাওঃ আব্দুল হাই, আব্দুল আলীম, আবু তালিব, ড. হাবিবুর রহমান, ইবি ছাত্র শিবিরের সভাপতি এইচ এম আবু মুসা, জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না –মুফতী ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ’র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ ফয়জুল করিম বলেছেন, ৫৩ বছর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে গুলিবিদ্ধ হয়। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা চাকরি পাবে, আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা চাকরি পাবে না। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা না খেয়ে থাকবে, চিকিৎসা করাতে পারবে না। তা হবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না। আমরা সকল বৈষম্য দুর করতে চাই। স্বাধীনতার পরে সকল দল সরকারে ছিল কিন্তু বৈষম্য দুর হয়নি। এদেশে যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তাদের থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অনেক বৈষম্য। ব্যাংকগুলি ধনিকে ধনি করছে আর গরিবকে আরও গরিব করছে। গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক সিস্টেম পাল্টাতে হবে। শুধু নেতা পাল্টালে হবে না নীতিও পাল্টাতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি চালু হলে এই দেশে কেউ গরিব থাকবে না।

তিনি বলেন, দেশের সকল সম্পত্তি কয়েকটি পরিবারের হাতে বন্দি।

মাত্র ৫টি পরিবার কয়েক লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। দেশে পিআর নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলে সকল দল সংসদে যাওয়ার সময় পাবে। সংসদে কথা বলার সুযোগ পাবে তাহলে এমনিতেই ৮০ শতাংশ দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দুর করতে প্রয়োজন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আপনারা ইসলামী আন্দোলনের হাতকে শক্তিশালী করুন। ৫শ টাকায় ভোট বিক্রি না করে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসুন তাহলে গরিবের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, দেশ উন্নত হবে। তিনি ইসলামী আন্দোলনে সকল সচেতন নাগরিককে দাওয়াত দেন।

আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্ত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা চালানো, বিদেশে টাকা পাচারসহ চরমোনাই পীর ঘোষিত ৭ দফা দাবিতে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা শাখার সভাপতি ডা: এইচ. এম. মোমতাজুল করীম এবং সভা পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা সাধারণ সম্পাদক মাও: সিহাব উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শোয়াইব হোসেন, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ’র খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী আব্দুল জলিল। সমাবেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে পাকা ধান পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বকসিপুর মাঠে আড়াই বিঘা জমির পাকা ধানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার শেষ রাতের কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, সদর উপজেলার বকসিপুর গ্রামের আহমেদ হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দীনের বাড়ির পাশে মাঠের মধ্যে পাকা

ধান বেঁধে জাউলি দিয়ে রাখে। গভীর রাতে কে বা কারা মাঠের মধ্যে বেঁধে রাখা স্তুপ করা আড়াই বিঘা জমির ধানে আগুন দেয়। এতে আগুনে পুড়ে যায় সকল পাকা ধান।

কৃষক নাসির উদ্দীন জানান, পাকা ধান বেঁধে মাঠের মধ্যে জাউলি দিয়ে স্তুপ করে রাখা ছিল। রাতে দুর্বৃৃত্তরা ধানে আগুন জ্বালিয়ে তার সব ধান পুড়িয়ে দেয়। এতে করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় কৃষক নাসির উদ্দীন হতাশা ব্যক্ত করেন। এলাকার কৃষকরাও ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানা (ওসি) অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন এঘটনা আমার জানা নেই। ভুক্তভোগীরা যদি অভিযোগ দেয় তাহলে আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নিবো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঝিনাইদহের অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)’র উদ্যোগে শহরের সৃজনী মোড়, পবহাটিতে, এই অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)’র অনুপ্রেরণায় গঠিত ‘এসিজি’ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ভিত্তিক একটি নাগরিক প্লাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকের সহযোগিতায় ‘এসিজি’ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ এর সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সনাক এর স্বাস্থ্য উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক অধ্যক্ষ এন. এম.

শাহজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিজি সমন্বয়ক মোঃ মুবিনুল ইসলাম। এলাকাবাসীরা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন ও সমস্যাসমূহ সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ঝিনাইদহ, ইয়েস, ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসিজি সদস্য আবু জাহান খান (লিমন)।